

## বন্যা আহমেদকে

যেহেতু বিষয়টা নিয়ে ইতোমধ্যে কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে বা হচ্ছে, সেহেতু খুব সংক্ষেপে কিছু পয়েন্ট তুলে না ধরলে মনে হচ্ছে কিছু একটা অসমাপ্ত-ই থেকে যাচ্ছে। আর এভাবে কিছু অসমাপ্ত রেখে আমি কাজও করতে পারি না।

- বলা হচ্ছে, ধর্মগ্রন্থকে কোনভাবেই সায়েন্টিফিক বলা যাবে না। ভালো কথা। আমি নিজেও কারণ সহ দেখিয়ে দিয়েছি, কেন সায়েন্টিফিক বলা যাবে না। এর আগে মনে হয় এভাবে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয় নাই।
- আরো-ও বলা হচ্ছে, ম্যাক্রো ইভলুশন ইতোমধ্যে একটি সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে (?) বা অতি সত্বর পেতে যাচ্ছে (?)। কিছু লোকজন শুধু মেনে নিতে পারছে না। ভালো কথা, সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট হলেই ভালো। সায়েন্টিফিক ফ্যাক্টকে তো আজ-বাদে-কাল মেনে নিতেই হবে। পৃথিবীর গোলত্বকে কি মানুষ মেনে নেয় নাই? যারা ব্যাকওয়ার্ড তাদের মেনে নিতে একটু সময় লাগে। অথবা তারা হয়তো অন্যের মতো অতি অল্পতে সন্তুষ্ট নয়!
- এবার আসা যাক মোদা কথায়। একদিকে বলা হচ্ছে, ‘ধর্মগ্রন্থকে কোনভাবেই সায়েন্সের সাথে মেশানো যাবে না’। ভালো কথা। কিন্তু আরেকদিকে আবার সেই ধর্মগ্রন্থগুলোকেই ইভলুশনের মতো একটি সায়েন্সের সাথে মিশিয়ে আন-সায়েন্টিফিক বা অসাড় প্রমাণ করা হচ্ছে! কেমন যেন ঠেকছে! সেল্ফ কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে না! হয়তো বা আমার-ই বোঝার ভুল! এর গুরু রহস্যটা কি ব্যাখ্যা করবেন।
- যে কোন সায়েন্টিফিক আর্টিকলে অন্য কোন আর্টিকল থেকে ভুল-ভ্রান্তি ধরতে হলে সেই আর্টিকলের রেফারেন্স দিতে হয় এবং ভুলের ব্যাখ্যাও দিতে হয়, জানেন নিশ্চয়। মজার বিষয় হচ্ছে, সায়েন্টিফিক আর্টিকলের সাথে সবগুলো ধর্মগ্রন্থকে একসাথে মিশিয়ে, ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে ঢালাওভাবে ভুল-ভ্রান্তি-যা-ইচ্ছে-তাই বলেও সেই সায়েন্টিফিক আর্টিকলে ধর্মগ্রন্থের কোন রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে না! একটি গ্রন্থকে ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর বলা হচ্ছে কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা যেমন দেওয়া হচ্ছেনা, তেমনি আবার সেই গ্রন্থের কোন রেফারেন্স-ও দেওয়া হচ্ছে না! এটাকে কি বৈজ্ঞানিক প্রসেস বলা যেতে পারে? বিষয়টাকে কিন্তু সুডো বিজ্ঞান মনে হচ্ছে! দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন কি।
- ধর্মগ্রন্থগুলোকে ঢালাওভাবে ভুল বলে প্রচার করলেই কি ম্যাক্রো ইভলুশন অটোমেটিক্যালি সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট হিসেবে স্বীকৃতি পাবে? তার মানে ম্যাক্রো ইভলুশন এখন-ও ফ্যাক্ট হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি! আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না! বিজ্ঞানীরা কি এতোদিন ধরে এভাবেই কাজ করে আসছেন! আগে ধর্মগ্রন্থগুলোকে আন-সায়েন্টিফিক বা ভুল বলে প্রচার করা বিজ্ঞানীদের একটি মোটিভেশন নাকি! এ আবার ক্যামন বিজ্ঞানী! নাকি বিজ্ঞানীরা ধর্মগ্রন্থগুলোকে সায়েন্টিফিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন কিন্তু শুধু রেফারেন্স দিতে লজ্জা পাচ্ছেন! কোন্টা সত্য?
- আকাশে-বাতাসে-জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তো অনেক কল্প-কাহিনী-ই ছড়ানো-ছিটানো থাকে, তাই না। বিজ্ঞানীরা কি এসব ছড়ানো-ছিটানো কল্প-কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক আর্টিকল লিখেন নাকি মূল গ্রন্থ থেকে কোট করে সেই গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে লিখেন?

কমেন্টগুলোকে অন্যভাবে নেবেন না যেন।

ধন্যবাদ।

রাফহান

21-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com